সচিব সভা

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ঢাকা, রবিবার, ১৮ আষাঢ় ১৪২৪, ০২ জুলাই ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় সচিববৃন্দ,

সবাইকে ঈদ-উল-ফিতর পরবর্তী শুভেচ্ছা।

শ্রদ্ধা জানাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চারনেতা এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের। দুই লাখ নির্যাতিত মা-বোন, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সমবেদনা। মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম।

সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামসহ কয়েকটি জেলায় ভূমিধ্বস ও ঘূর্ণিঝড়ে নিহত ও আহতদের স্মরণ করছি। শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমাবেদনা জানাচ্ছি। ভূমিধ্বস, ঘুর্ণিঝড় এবং হাওরে অকাল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

সরকারের বর্তমান মেয়াদে আজ দ্বিতীয়বারের মত আমি সচিব-সভায় আপনাদের সঙ্গে মতবিনিময় করছি। ২০১৪ সালর ৭ই এপ্রিল সচিব সভার পর আপনাদের কয়েকজন সিনিয়র সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন, কেউ কেউ সচিব হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পেয়েছেন। আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের সাফল্য কামনা করছি।

প্রিয় সচিববৃন্দ,

টানা দ্বিতীয় মেয়াদে আমাদের সরকারের সাড়ে তিন বছর পূর্ণ হতে চলেছে। বিগত সাড়ে আট বছরে দেশের অর্থনীতি অনেকদূর এগিয়ে গেছে। মাত্র ২দিন আগে জাতীয় সংসদে রেকর্ড ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকার বাজেট পাশ হয়েছে। গত ৮ বছরে বাজেটের আকার বেড়েছে ৬ দশমিক ৫৬ গুণেরও বেশি। বাংলাদেশ বিশ্বে 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বৈশ্বিক প্রতিকূলতার মধ্যেও এ সময়ে মাথাপিছু আয় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৬০২ ডলার হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২০১০ সালের ৩১.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২৩.২ শতাংশ হয়েছে এবং হত দরিদ্রের হার ১৭.৬ শতাংশ থেকে ১২.১ শতাংশে নেমে এসেছে।

জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল মানুষকে সম্পৃক্ত করার কর্মসূচিগুলো জোরদার করা হয়েছে। আশ্রয়ণ, গুচ্ছগ্রাম, একটি বাড়ি একটি খামার, ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর পর আমরা সারের দাম ৩-দফা হ্রাস করে কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসি। কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা হয়। কৃষি কার্ডের মাধ্যমে প্রকৃত উপকারভোগীকে কৃষি ভুর্তকি দেওয়ার ব্যবস্থা করি। গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হয়। তার ফলাফলও আমরা পেয়েছি। দেশ আজ খাদ্যে উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। মানুষের কর্মদক্ষতা, আয় এবং মজুরির হার বেড়েছে।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ, উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে বই বিতরণ, স্কুল ফিডিং কার্যক্রমসহ চলমান অন্যান্য কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৯ সালের ৪ হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট থেকে বর্তমানে ক্যাপটিভসহ ১৫ হাজার ৩৭৯ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বিদ্যুতের বর্ধিত চাহিদা পূরণে আমরা রূপপুরে ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেছি।

কক্সবাজারের মহেশখালীতে প্রায় ১ লাখ ৩৮ হাজার ঘনমিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গভীর এবং অগভীর সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বাড়াতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

আমরা সড়ক পরিবহন খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে Revised Strategic Transport Plan ২০১৫-৩৫ প্রণয়ন করেছি। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহসড়কে দ্বিতীয় কাঁচপুর সেতু, দ্বিতীয় মেঘনা সেতু ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু, পটুয়াখালী জেলার পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু এবং নারায়ণগঞ্জ জেলায় শীতলক্ষ্যা নদীর উপর তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ কাজ চলছে।

সারাদেশের ৩ হাজার ৮১৩ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার কাজ এগিয়ে চলছে। পদ্মা বহুমুখী সেতুর নির্মাণ কাজ ৪১ শতাংশের বেশি সম্পন্ন হয়েছে। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের কাজও এগিয়ে চলছে। ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে Bus Rapid Transit এবং মেট্রোরেল-এর নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ও আশুলিয়া হয়ে ঢাকা ইপিজেড পর্যন্ত দু'টি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ চলছে।

দেশের সকল বিমানবন্দরের আধুনিকায়ন, অবকাঠামোসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জোরদারকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

প্রিয় সচিববৃন্দ,

আমরা দায়িত্বভার গ্রহণের পর এডিপি আকার এবং বাস্তবায়নের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০০৫-০৬ সালে বার্ষিক কর্মসূচির আকার ছিল ২৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এবার বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৩৩১ কোটি টাকা। ৮ বছরে বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৬ দশমিক ২৫ ভাগের বেশি।

প্রিয় সচিববৃন্দ,

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বনভূমির বিস্তার ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়ে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা রয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ জারি করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরী ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধে রাজধানীর হাজারিবাগের টেনারি কারখানাগুলো সাভারে স্থানান্তর করা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও যাতে পরিবেশের কোন ক্ষতি না হয় সে ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

আমরা বঙ্গোসাগরের ১ হাজার ৭৩৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে 'মেরিন প্রটেকটেড এরিয়া' ঘোষণা করেছি। বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন, অংশীদারিত্বমূলক ব্লক বাগান ও স্ট্রিপ বাগান সৃজন করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ পাহাড় ও টিলা অধ্যুষিত এলাকায় পরিবেশ রক্ষাসহ ভূমিধ্বস প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনে আরও আন্তরিক হতে হবে। এবারের মত মর্মন্তিক দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা দেখতে চাইনে।

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে মধ্যম-আয়ের দেশের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা 'জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল' প্রণয়ন করেছি। প্রতিবছর প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতার হার ও পরিধি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের আওতায় প্রকৃত দরিদ্র/ছিন্নমূল/ভিক্ষুক পরিবারকে সমিতিবদ্ধ করে ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেলের আওতায় স্থায়ী তহবিল গঠন করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' আজ আর কোন অলীক ধারণা নয়। আমরা সর্বক্ষেত্রে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছি। প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ আজ ডিজিটাল সুবিধা ভোগ করছেন। ই-গভর্নেন্স, ই-লিটারেসি, ই-বাণিজ্য ইত্যাদি দ্রুত সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে। আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

প্রিয় সচিববৃন্দ,

জনগণের ভোগান্তি হ্রাসে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা এবং মামলার জট কমানো প্রয়োজন। এ জন্য উচ্চপর্যায়ের মনিটরিং কমিটি গঠন করা যেতে পারে। বিষয়টি পর্যালোচনা করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য আমি মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে অনুরোধ করছি। সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় প্রয়োজনীয় উপাত্তসহ লিখিত জবাব যথাসময়ে উপস্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহে সরকারি স্বার্থ সুরক্ষায় তৎপর আরও তৎপর হতে হবে। এ লক্ষ্যে অ্যাটর্নি সার্ভিস চালুর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য আমি মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সরকারি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মামলা জেলা/মন্ত্রণালয়ভিত্তিক মনিটরিংয়ের জন্য সফটওয়্যার ডেভেলপ এবং উচ্চ আদালতের সহকারী/ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলদের জেলা/মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আমি আইন ও বিচার বিভাগের সচিবকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জননিরাপত্তাসহ অন্যান্য নাগরিক সেবা সহজে এবং স্বল্প সময়ে জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক কাঠামো সংস্কারসহ পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। গণকর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৯ বছর এবং মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৬০ বছর করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে পদোন্নতিসহ সরকারি খাতে নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। কর্মজীবী নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করা হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বেতন ১২৩ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের দৃঢ় অবস্থান সুস্পষ্ট। নাগরিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে একটি ওয়েবভিত্তিক অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা। দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ সংশোধন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, এবং জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়ন করা হয়েছে জাতীয় শুদ্ধাচারের কৌশলপত্র।

প্রিয় সচিববৃন্দ,

আমি কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ জোর দিতে চাই।

- গ্রাম উন্নয়নের উপর জোর দিতে হবে, কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে। যাতে গ্রামের মানুষ কাজের খোঁজে শহরে না আসে। শহরের উপর জনসংখ্যার চাপ যাতে না বাড়ে সে ব্যবস্থা করতে হবে।
- ধনী-দরিদ্র্যের বৈষম্য কমাতে হবে। সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। জাতির পিতা একটি বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখতেন।
- উন্নয়ন কর্মসূচি এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ উপকৃত হয়।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার আরও বাড়াতে হবে। অর্থবছরের শেষদিকে তাড়াহুড়ো না করে বছরের শুরু থেকেই বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করুন।
- বর্ষা মৌসুমে প্রকল্পের পেপার ওয়ার্ক সম্পন্ন করুন। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে তা দ্রুত করে ফেলুন। পাশাপাশি কাজের গুণগতমানের সঙ্গে কোন আপোষ করা যাবে না।
- Fast Track-ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পগুলি নির্ধাতি সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য আরও আন্তরিক হোন।
- দক্ষ এবং যোগ্যদের গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিন। ভালো কাজের পুরস্কার আর মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।
- সুশাসন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিন। সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলো থেকে সেবা পেতে জনগণকে যাতে ভোগান্তির শিকার না হতে হয় তার উদ্যোগ নিন।
- বেতনভাতা বাড়ানো হয়েছে। কর্মচারিদের দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।
- আন্তঃক্যাডার বৈষম্য দূর করে সকলের ন্যায়-সঙ্গত পদোন্নতি এবং পদায়ন নিশ্চিত করুন।
- অপেক্ষাকৃত তরুণ কর্মকর্তা যাঁরা দীর্ঘদিন চাকুরি করবেন, প্রশিক্ষণে তাঁদের অগ্রাধিকার দিন।
- জঙ্গিবাদ দমন এবং মাদক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণে মাঠ পর্যায়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিন। এ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সচেতনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

সচিববৃন্দ,

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গঠনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম-আয়ের দেশে পরিণত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশসমূহের কাতারে শামিল হওয়া।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনপ্রতিনিধিদের চিন্তা-চেতনার বাস্তব রূপয়ন ঘটে জনপ্রশাসনের কাজের মাধ্যমে। আমাদের সরকারের অর্জন অভূতপূর্ব, যার স্বাক্ষর বহন করছে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম এবং আর্থ-সামাজিক সূচকসমূহ। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি কৌশলপত্রে আমাদের উন্নয়ন লক্ষ্য এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। আমি আশা করব, এসব কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে আপনারা আপনাদের মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন। কেবল সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নয়, দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করার জন্য আপনাদের সহকর্মীদেরও উদ্বুদ্ধ করবেন, এ প্রত্যাশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...